|  |
| --- |
| **সুরক্ষা সেবা** **বিভাগ** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সুরক্ষা সেবা বিভাগের গুরুত্ব:** উন্নত নিরাপত্তা ব্যবস্থা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকা শক্তি। কাঙ্খিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য রাষ্ট্রের সুরক্ষা ও সকল কাজে মানসম্মত পরিসেবা নিশ্চিত করা আবশ্যক। এসডিজি’র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন, জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে আসছে। বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের চেতনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা চিহ্নিতকরণের মূল ভিত্তি সংবিধান, যা রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও সমান অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। উন্নত সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং অধীনস্থ সংস্থাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

**২.০ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা:** নারীদের নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান এবং তাদের জন্য নানামুখী সমর্থন ও সেবার মান উন্নীত করা প্রয়োজন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লিঙ্গকেদ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো, ‘একটি দেশ যেখানে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ ও অধিকার থাকবে সেখানে নারীরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে সমান অংশগ্রহণ ও অবদান রাখার সুযোগ ও স্বীকৃতি পাবে’। নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে আন্তর্জাতিক সনদ ‘সিডো’-তে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (১৭টি) ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের লক্ষ্যে সরকার অগ্রাধিকারমূলক ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এসডিজি’র ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে লক্ষ্য ৩ এর ৩.৫.১ এবং লক্ষ্য ১৬ এর ১৬.৩.২ সুরক্ষা সেবা বিভাগের কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত, যা নারীর নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের সাথে পরস্পর সংযুক্ত।

**3.০ নারী উন্নয়নে বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ:** চাকরির ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করে নারী কারারক্ষীদের জন্য পৃথক ও উন্নত স্বাস্থ্য সম্মত আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। অগ্নি-নির্বাপনসহ দুর্যোগ মোকাবেলায় নারীর অংশগ্রহণ ও জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্টেশন অফিসার, সাব-অফিসার, ওয়্যারলেস অপারেটর, নার্সিং এ্যাটেনডেন্টসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন দাপ্তরিক পদে নারী কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। ০৬ ই ডিসেম্বর ২০২০ এর সচিব কমিটির অনুমোদন এবং ২৪ শে জানুয়ারি ২০২১ এর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রজ্ঞাপনে ‘ফায়ারম্যান’ পদের নাম পরিবর্তন করে ‘ফায়ারফাইটার’ নামকরণ করা হয়েছে। ফলে এই পদে নারী কর্মী নিয়োগের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে।

মাদকাসক্ত মানুষের সংখ্যা হ্রাসের মাধ্যেমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে যা পরিবার, বিশেষ করে নারী সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আধুনিক ই-পাসপোর্ট এবং স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের ফলে প্রকারান্তরে বিদেশে গমনাগমনকে আরো উৎসাহিত করবে এবং এর মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে যা নারী উন্নয়নের গতিধারাকে আরো বেগবান করবে। পৃথকভাবে মহিলা কারাগার নির্মাণ, মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ, কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন, কারাগারের ধর্মীয় শিক্ষকবৃন্দের সম্মানি বৃদ্ধিকরণসহ নারী কারা বন্দিদেরকে বিভিন্ন গ্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষা ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা জীবনবোধ ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে যা নারী উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

**4.০ বিভাগের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব:** পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং কারা অধিদপ্তরে কর্মরত নারী সদস্যগণকে ১০০ ভাগ রেশনের আওতায় আনা হয়েছে এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারী সদস্যদের পুরুষ সদস্যদের মত ঝুঁকি ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ১০ম হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত নারী-পুরুষ সকলকে রেশনিং এর আওতায় আনা হয়েছে, মাঠ পর্যায়ের মাদক অপরাধ দমনে কর্মরত নারী-পুরুষদের তদন্ত ভাতা প্রদান করা হচ্ছে এবং মাঠ পর্যায়ের মাদক অপরাধ দমনে কর্মরত নারী-পুরুষদের ঝুঁকি ভাতা প্রদানের বিষয়ে সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। নারীবান্ধব কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল দপ্তরের সকল ফ্লোরে মহিলাদের জন্য পৃথক মানসম্মত ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া, বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে নারী মাদকাসক্তদের পৃথক চিকিৎসা সেবা চালু করা হয়েছে। কর্মরত নারী কর্মকর্তাদের জন্য সমন্বিতভাবে যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নবনিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের নিয়োগ প্রদানের বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে কর্মরত নারী সদস্যদের কল্যাণে ‌‌‌"‍‌‌নারী কল্যাণ সমিতি” গঠন করা হয়েছে। এ সমিতি থেকে নারী সদস্যদের স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়ে মহিলা বন্দিদেরকে সমাজে পুনর্বাসন/স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বন্দিদের শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে লভ্যাংশের ৫০% নারী পুরুষ নির্বিশেষে কারা শিল্পে নিয়োজিত সকল বন্দিদের পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে।

দেশের সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহে নারীদের পাসপোর্ট ও ভিসার আবেদনপত্র জমা নেয়ার জন্য পৃথক কাউন্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে নারীদের পাসপোর্ট ও ভিসা গ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। অফিসে শিশুদের জন্য ব্রেস্ট ফিডিং এর ব্যবস্থা থাকায় নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে - যা নারী উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

**5.০ বিভাগের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**5.1** বর্তমানে কারা বিভাগে ৪৩ জন নারী কর্মকর্তা ও ৬৫৪ জন নারী কর্মচারী কর্মরত আছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২১ জন নারী কর্মকর্তা ও ১৭১ জন নারী কর্মচারী কর্মরত আছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে ১০৮ জন নারী অফিসার ও কর্মচারী, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে ১০৩ জন নারী অফিসার ও কর্মচারী এবং সচিবালয়ে ৪৫ জন নারী অফিসার ও কর্মচারী কর্মরত আছেন।

**5.২ বিভাগের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা:**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | | | **সংশোধিত 2022-২3** | | | **বাজেট 2022-২3** | | | **প্রকৃত 2021-22** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**6.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**6.১ নারী উন্নয়নে বিগত বছরসমূহের সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতি**

| **ক্রমিক** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| ১ | কারাবন্দীদের আদালতে আনা নেয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক প্রিজন ভ্যানের অথবা প্রিজন ভ্যানে পৃথক প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থা করা। | এখনো এ ব্যবস্থা চালু হয়নি। |
| ২ | কারাগারে মহিলা কয়েদিদের যোগ্যতা অনুযায়ী আয়বর্ধক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, যাতে একজন মহিলা কয়েদি সাজা ভোগ শেষে যোগ্যতা অনুযায়ী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। | স্বল্প পরিসরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। |
| ৩ | নারীবান্ধব কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল দপ্তরের সকল ফ্লোরে মহিলাদের জন্য পৃথক মানসম্মত ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা । | সকল দপ্তরে ও সকল ফ্লোরে এ ব্যবস্থা চালু হয়নি তবে অধিকাংশ দপ্তরে চালু হয়েছে। |
| ৪ | সকল অধিদপ্তরে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা। | 68টি কারাগার রয়েছে যার মধ্যে ৮টি কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে। |
| ৫ | মাদকাসক্ত নারীদের জন্য পৃথক নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন এবং কারিগরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। | প্রয়োজনীয় উদ্যোগ চলমান আছে। |
| ৬ | মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য ঢাকায় নিজস্ব ভবনে একটি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা। | প্রয়োজনীয় উদ্যোগ চলমান আছে। |
| ৭ | পাসপোর্ট অফিসসহ সকল পরিসেবা প্রদানকারী সংস্থায় নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত অন্তত একটি অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন যেখানে নারী ভুক্তভোগীগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অভিযোগ দাখিল/সেবা গ্রহণ করতে পারবে। | প্রয়োজনীয় উদ্যোগ চলমান আছে। |

**6.২** স্থানীয় পর্যায়ে যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকার ৬২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ২০% নারী। ফলে বিপুল সংখ্যক নারী ইতোমধ্যে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তালিকাভূক্ত হয়েছেন। কারাগারে কর্মরত মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৯৯টি ফ্ল্যাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মাদকসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ২৪ শয্যা বিশিষ্ট নারী ওয়ার্ড চালু করা হয়েছে।

**7.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** প্রতিবন্ধকতাসমূহ**:** প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচনী ইশতেহার, পঞ্চবাষির্কী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা এবং বিভাগের মূল ম্যান্ডেটের বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হয়। এ কারণে ক্ষেত্রবিশেষ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত প্রকল্প/কার্যক্রম, এডিপি ও রাজস্ব তালিকা হতে বাদ পড়ে যায়।

**৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* কারাবন্দীদের আদালতে আনা নেয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক প্রিজন ভ্যানের অথবা প্রিজন ভ্যানে পৃথক প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থা করা;
* কারাগারে মহিলা কয়েদিদের যোগ্যতা অনুযায়ী আয়বর্ধক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, যাতে একজন মহিলা কয়েদি সাজা ভোগ শেষে যোগ্যতা অনুযায়ী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে;
* নারীবান্ধব কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল দপ্তরের সকল ফ্লোরে মহিলাদের জন্য পৃথক মানসম্মত ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা;
* সকল অধিদপ্তরে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা;
* মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য ঢাকার নিজস্ব ভবনে একটি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা এবং
* কর্মরত নারীদের জন্য আলাদা যানবাহনের ব্যবস্থা করা।